‘বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন বঙ্গমাতা’

‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূতও।’

বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যেকোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দিয়ে মোকাবেলা করতেন। তিনি কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মো. আবদুল হামিদ বলেন, দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গমাতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী- পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন রাষ্ট্রপতি।

চুয়াডাঙ্গায় বাস চাপায় ছয়জন নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ বাজারে ঢাকা ফেরত রয়েল পরিবহনের চাপায় পথচারী ও ভ্যানচালকসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, তিতুদহ এলাকার মিলন (৪০), সোহাগ (২০), শরীফ (৩০),

রাজু (৩০), ষষ্টি (৩৫) ও কালু (৪৫)।

চুয়াডাঙ্গা সদর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ জানান, শনিবার সকালে রয়েল পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গায় ফিরছিলো। পথে সরোজগঞ্জ বাজারে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ভ্যান ও ভটভটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুইজন। এ ঘটনায় আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো চারজন মারা যান।

ওসি প্রদীপের দুই সিন্ডিকেট

টেকনাফের সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশের ক্রসফায়ার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত দুটি সিন্ডিকেটের সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানায়, ইয়াবার তকমা দিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে ও দুর্বলদের ক্রসফায়ার দিতে থানায় নিজের ঘনিষ্ঠ একটি সিন্ডিকেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালীদের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেন প্রদীপ।

তার জন্য দেনদরবার করতেন টেকনাফের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী। তাঁদের মধ্যে রয়েছে টেকনাফ পৌরসভার বাসিন্দা ও সাবেক এমপি আব্দুর বদির ফুফা হায়দার আলী, টেকনাফ সদর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু সৈয়দ এবং পৌর এলাকার জুয়েলারি ব্যবসায়ী সজল। তাঁরা তিনজনই সাবেক এমপি বদির আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজন।

কোনো ব্যক্তিকে আটক করলে ওই তিন ব্যক্তির যেকোনো একজন যোগাযোগ করতেন আটক ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে। তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন করে আটক ব্যক্তিকে পাঠানো হতো জেলে। তাঁরা বড় বড় ইয়াবা কারবারিকেও টাকার বিনিময়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতেন। এঁদের মধ্যে হায়দার আলীর এক ছেলে প্রথম দফায় আত্মসমর্পণ করেছেন।

বদির ব্যবসায়িক অংশীদার আবু সৈয়দ ও তাঁর ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধেও রয়েছে ইয়াবা কারবারের অভিযোগ। জানতে চাইলে গতকাল অভিযোগ অস্বীকার করে আবু সৈয়দ বলেন, ‘ভালো লোকজন

ধরলে আমি যাইতাম। তবে কোনো কারবার করি নাই।’

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, থানায় ওসি প্রদীপের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে বহাল আছেন এএসআই ফকরুল জামান, এসআই জামসেদ, এসআই সুজিত, কনস্টেবল নাজমুল (ওসির বডিগার্ড), এসআই মশিউর রহমান, এএসআই আমির হোসেন, এএসআই মিসকাত উদ্দিন, কনস্টেবল রুবেল দাশ (‘ক্রসফায়ারে’ সবচেয়ে বেশি গুলি ছুড়েছেন), কনস্টেবল মো. মহিউদ্দিন খান, কনস্টেবল আবদুল আজিজ, এসআই দীপক বিশ্বাস, এএসআই সঞ্জিব দত্ত, কনস্টেবল বাহার উদ্দিন, এএসআই মিঠুন চক্রবর্তী (ওসি প্রদীপের ভাগ্নে), কনস্টেবল সাগর দেব, এএসআই কাজী সাইফ মাহমুদ এবং টেকনাফ পৌর কমিউনিটি পুলিশিংয়ের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হোসাইন। তাঁরা ক্রসফায়ারের নামে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

টেকনাফের ডেইলপাড়ার বাসিন্দা রমজান আলী বলেন, ‘ওসি প্রদীপের সহযোগীরা নিরপরাধ লোকদের মাদক কারবারি বানিয়েছে। তারা অভিযানে গেলে সঙ্গে থাকত একটি করে নোয়া গাড়ি। এসব গাড়ি নিয়ে তারা টেকনাফের আনাচকানাচ চষে বেড়াত এবং লোকজনকে আটক করে রাতে থানায় নিয়ে যেত। কেউ দাবি করা টাকা না দিলে তার ভাগ্যে জুটত বুলেট।’

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক কর্মকর্তা জানান, আত্মীয়-স্বজনের নামে কক্সবাজারের বিভিন্ন পয়েন্টে জমি কিনে বাড়ি করেছেন প্রদীপ। রয়েছে গাড়ি। তাঁর স্ত্রী চুমকীর নামে চট্টগ্রাম মহানগরে ছয়তলা বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, একাধিক গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের তথ্যও পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এরই মধ্যে তাঁদের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম কার্যালয়। একাধিক সূত্র দাবি করেছে, ভারতের আসামের রাজধানী গুয়াহাটি শহরের পল্টন স্টেশনের পাশে প্রদীপের দুটি অভিজাত বাড়ি রয়েছে।

১৯৯৫ সালে জোট সরকারের আমলে কক্সবাজারের শীর্ষস্থানীয় বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের ঘনিষ্ঠ কর্মী বলে পরিচিত প্রদীপ পুলিশে উপপরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের আস্থাভাজন বনে যান প্রদীপ।

২০১৮ সালের মহেশখালী থানার ওসি থাকা অবস্থায় নিজেকে আওয়ামী লীগের

মতাদর্শী প্রমাণে উপজেলা কমিটির সভায় নিয়মিত হাজির হতেন প্রদীপ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীরা ছিলেন বিব্রত। তবে ক্ষমতাধর প্রদীপের ভয়ে কেউ আপত্তি জানাতে সাহস পাননি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

ভারতে মৃত্যু ছাড়াল ৪২ হাজার, আক্রান্ত ২০ লাখ

ভারতের করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজার ৫১৮ জন।

এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ হাজার ৫৩৭ জন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ২০ লাখ ৮৮ হাজার ৬১১ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৮ হাজার ৯০০ জন কোভিড রোগী। মোট সুস্থ ১৪ লাখ ২৭ হাজার ৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে শনিবার এনডিটিভি এ তথ্য জানিয়েছে।

ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম জানায়, সবচেয়ে বেশি কোভিড আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে মহারাষ্ট্র। গত ২৪ ঘণ্টায় যে পাঁচটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো- মহারাষ্ট্র (১০,৪৮৩), অন্ধ্রপ্রদেশ (১০,১৭১), কর্নাটক (৬,৬৭০), তামিলনাড়ু (৫,৮৮০) এবং উত্তরপ্রদেশ (৪,৪০৪)।

এই পাঁচটি রাজ্যেই গত একদিনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কোভিড-১৯ এর কারণে মৃত্যু পরিসংখ্যান রেকর্ড করা হয়েছে।

গত একদিনে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৯১২ জন এবং শুক্রবার সারাদিনে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫৬ জন করোনা রোগীর। সব মিলিয়ে এই রাজ্যে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্ত ৮৯ হাজার ৬৬৬ জন, তার মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা সংক্রমণ রয়েছে ২৪ হাজার ৬৫২

জনের শরীরে।

আগের দিন শুক্রবার ভারতে ৬২ হাজার ৫৩৮ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়, যা এখনও পর্যন্ত এদেশে দৈনিক সংক্রমণের এক রেকর্ড। তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৫৬ হাজার ২৮২ জন করোনা রোগীর সন্ধান মেলে।

বুধবার ৫২ হাজার ৫০৯ নতুন সংক্রমণ হয় এবং মঙ্গলবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৫০।

বিশ্বে করোনা সংক্রমিত দেশগুলোর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের পরেই রয়েছে ভারত। প্রতিদিনই ঝড়ের গতিতে দেশটিতে শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

সূত্র- যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ

দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে পারিবারিকভাবে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন

মেহেরপুরে পারিবারিক ভাবে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রাক্তণ শিক্ষক সুশিল চক্রবর্তির থানাপাড়ার বাড়িতে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাবেক প্রধান শিক্ষক হাসেম আলী, শিক্ষক মিনারুল ইসলাম, রবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা ব্যানার্জি প্রমুখ।

আলোচনা শেষে শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন আরাত্রিকা চক্রবর্তী ও মোঃ মিনারুল ইসলাম। কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক মোঃ হাসেম আলী ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উল্লেখ্য, ৩৮ বছর ধরে শিক্ষক সুশিল চক্রবর্তী পারিবারিকভাবে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস পালন করে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মাসুদ রানা (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামে ওই যুবকের ঝুলন্ত লাশ তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবক মাসুদ রানা উপজেলার বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামের চেয়ারম্যান পাড়ার সৈয়দ হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মানসিক বিকারগ্রস্থের কারণে রাতে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায়

থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

নিহত মাসুদ রানার চাচাতো ভাই মহিদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের মত পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মাসুদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঘর তার কোন সাড়া না পাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে তার মরদেহ ঝুলছে।

এ অবস্থায় ঘরের দরজা ভেঙে স্থানীয়দের সহয়তায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে সে বলে আমরাও ঠিক কোন কারণ বুঝতে পারছি না। তবে মাসুদ ছোটবেলা থেকেই একটু মানসিক রোগী ছিল। কারণে অকারণেই হুটহাট রেগে যেত, খিটখিটে মেজাজের ছিলো।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩ হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধী চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আলমডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে মদ ও গাঁজাসহ ২ জন আটক

আলমডাঙ্গার আসমানখালী ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে সাহেবপুর মোড় থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী বগাদী গ্রামের মৃত সাহাদাৎ হোসেন ছেলে সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে সাইফুল মাদক ব্যবসা করে আসছে। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় সে মাদক হাত বদল করে। গতকার একটি গোপন তথ্য আসে যে সাইফুল গাঁজার বিক্রি করবে। ওৎ পেতে থাকা পুলিশ তাকে আটক করে। তার দেহ তল্লাশি করে ২০০ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুলের বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ লিটার চোলাই মদসহ এক জন আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পের

আইসি এসআই আছের আলী এএসআই ইলিয়াস সঙ্গীয় র্ফোস নিয়ে পিটিআই মোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল পাড়ার মৃত বিশ্বনাথের ছেলে শান্তকে ৫ লিটার চোলাই মদসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ৩ মাদক সেবীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দুই জনের ৭ দিন ও এক জনের ১৫ দিনের জেলের আদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে আসমানখালী ক্যাম্পের আইসি আব্দুর রহিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভোগাই বগাদী থেকে সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে আটক করেন।

এদিকে জামাজামী ক্যাম্পের আইসি আব্দুল হাকিম মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ঘোষবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুলকে মাদব সেবনের সময় আটক করে। অপরদিকে দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি অভিযান পরিচালনা করে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে আটক থানা হেফাজতে নেন।

মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ঘোষাবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুল আমিনকে ৭ দিন, পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে ১৫ দিন ও ভোগাই বগাদী গ্রামের সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে ৭ দিনের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।